মেহেরপুরে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড

কার্যকরের দাবীতে ছাত্রজনতার

মানববন্ধন

ধর্ষণের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দাবীতে সারাদেশের মতো মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল রোববার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাব্বির আহমেদ, শিহাব উদ্দিন সৈকত, অ্যাডঃ মিজানুর রহমান, খন্দকার মুইজ উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচীব মুজাহিদুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ন সংগঠক আসিফ রাব্বি প্রমুখ।

শ্লোগানে বলা হয় ‘দিয়েছি তো রক্ত আরও দেব রক্ত’, ‘ধর্ষকের ঠিকানা, এ বাংলায় হবে না’, ‘একটা একটা ধর্ষক ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর’, ‘আবু সাঈদের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’, ‘চব্বিশের বাংলায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে “ধর্ষকের ফাঁসি চাই,”আইনের কঠোর প্রয়োগ চাই”, “সারা বাংলা খবর দে ধর্ষকদের কবর দে” “আমি আছিয়া হতে চাই না”, “নারী নিপীড়ন বন্ধ কর” ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের

খাদ্যে ভেজাল বিরোধী মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ

ভেজাল খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। কৃত্রিম রঙ, রাসায়নিক সংযোজন, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের খাদ্য আমাদের দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই ভেজাল খাদ্যের শিকার হচ্ছেন।

খাদ্যের এই ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি কলেজ শিক্ষক এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শুভসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান ও সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্নিমা।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, বাঁচতে হলে খেতে হয়, আর খেতে হলে খাবারটা হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ। কিন্তু যখন সেই খাবার আমাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সত্যিকার অর্থেই বড় একটি সমস্যা হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, শুধু সাধারণ খাদ্য নয়, ওষুধ পর্যন্ত ভেজাল মিশ্রিত হয়। এমনকি শিশু খাদ্যেও ভেজাল মেশানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যে শিশু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার খাবারে ভেজাল মেশানো হলে বড়দের খাবারের মান কতটা নিরাপদ বা অনিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা যা খাচ্ছি, তা আসলেই খাদ্য, নাকি অখাদ্য এটি গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। সময় উপযোগী এ ধরণের সচেতনতামূলত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করায়

শুভসংঘকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভাপতির বক্তব্যে এস এম রফিকুল আলম বলেন, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, তেমনি খাদ্যে ভেজালও এক মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও বিষক্রিয়াযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাভাবিক শারীরিক গঠন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষ জটিল থেকে জটিলতর রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানুষকে সচেতন করতেই বসুন্ধরা শুভসংঘের আজকের এই আয়োজন। আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, পবিত্র রমজান মাসে যেন আমরা সুস্থ, সতেজ ও বিষমুক্ত খাবার গ্রহণ করি। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান এই পবিত্র মাহে রমজানে মানুষকে বিশুদ্ধ, সতেজ ও ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ করুন। আপনার সামান্য সতর্কতা ও নৈতিকতার চর্চা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় বসুন্ধরা শুভসংঘের সকল সদস্যরা অংশ নেন।

পরে, বসুন্ধরা শুভসংঘের সদস্যরা পথচারী ও ব্যবসায়ীদের হাতে লিফলেট তুলে দেন এবং কীভাবে ভেজাল খাদ্য চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

মুজিবনগরে শ্রমিকদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

“ভাত চাই না, কাজ চাই” এই স্লোগানে সকল ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইটভাটায় কাজ করা প্রায় ২ হাজার শ্রমিক ও মালিক।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির ব্যানারে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বরাবর শ্রমিকদের দাবি তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে তুলে দেন ইটভাটা মালিক সমিতির নেতারা।

উক্ত স্মারকলিপিতে মোট ৭টি দাবি তুলে ধরা হয়। ১. ২০১৩ সালের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনে জিগজ্যাগ ভাটা বৈধ পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও, উক্ত আইনের ৮(৩)(৫) এবং ৮(৩)(খ) উপধারায় “দূরত্ব নির্ধারণের” কারণে দেশের কিছু জিগজ্যাগ ইটভাটার মালিকগণ ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর হাইব্রিড কিল্ন এবং টানেল কিল্নের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ১০০০ মিটারের পরিবর্তে ৪০০ মিটার নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, আমাদের জিগজ্যাগ ভাটার জন্য উক্ত আইনের ৮(৩)(ঙ) ধারায় নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ৪০০ মিটার এবং আইনের ৮(৩)(খ) ধারায় বন থেকে দূরত্ব ৭০০ মিটার নির্ধারণ করে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করার আবেদন জানাচ্ছি। ২. জিগজ্যাগ ইটভাটায় কোনো প্রকার হয়রানি বা মোবাইল কোর্ট করা যাবে না। অন্যথায়, আমরা ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হবো। ৩.কোনো ইটভাটা বন্ধ করতে হলে সরকারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। ৪. মাটি কাটার জন্য ডিসির প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। ৫. পরিবেশগত ছাড়পত্র, ডিসি লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য কাগজপত্র ইস্যু/নবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করছি। ৬. ইটভাটাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। ৭. ইটভাটা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তছলিমুল ইসলাম।

তারা বলেন, “আমরা, বাংলাদেশের ইটভাটা মালিকগণ, বিগত ৩৫-৪০ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ইটভাটা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইট সরবরাহ করে আমরা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি।”

তারা আরও বলেন, “এই শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে, যা ৫০ লাখ পরিবারের তথা প্রায় ২ কোটি মানুষের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। ইটভাটা বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়াও, প্রতিটি ইটভাটার বিপরীতে প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ রয়েছে, যা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার সমান। ইটভাটা বন্ধ হলে এই ঋণ অনাদায়ী থেকে যাবে।”

তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, “মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান অত্যন্ত আন্তরিক হলেও, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে জিগজ্যাগ ইটভাটার সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইটভাটা পরিচালনার একটি যৌক্তিক সমাধান হবে।”

মেহেরপুরে কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবীতে মানববন্ধন

আলু, পেঁয়াজ ও কৃষকদের উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শোয়েইব হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ক সহ-দফতর সম্পাদক জাহিদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর কৃষক ঐক্য পরিষদের আহবায়ক আব্দুল কাদের, কৃষক মিসের আলী প্রমুখ।

আলুর কোল্ড স্টোরিজের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, পেঁয়াজ ও আলুর কমিশন গঠণ, কৃষকদের সংসদে প্রতিনিধিত্বের জন্য সংসদে ও জাতীয় কমিটিগলোতে শতকরা দশভাগ সদস্য অন্তর্ভূক্তি করার দাবী জানান।

ভ্যান চালক আতিয়ার রহমান হত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ভ্যান চালক আতিয়ার রহমানের হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

সোমবার সকাল ১১টায় গাংনী উপজেলার দেবিপুর বাজারে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি মোতালেব হোসেন, ইয়ারুল হোসেন, শফিকুল ইসলাম, সাগর হোসেনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিহত আতিয়ার রহমান একজন ভ্যান চালক ছিলেন এবং এলাকার মানুষের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তবুও তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা হত্যাকারীদের দ্রুত সনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার সকালে ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠের মধ্যে থেকে আতিয়ার রহমানের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহে জনবল আত্তীকরণসহ নানা দাবিতে মানববন্ধন

যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি)’র ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের জনবল আত্তীকরণ, নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি এবং বেতন-ভাতা ছাড়ের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন সংক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ডা. তারেক মুসা, ডা. রাকিবুল হাসান শাওন, শিক্ষার্থী মাহাদী মুরতাজা, সায়েদ মুহাইমিন, রমজান হোসেন, জাহিদ হাসান, আকরামুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, প্রকল্প কর্মচারী সোহেল, তোফাজ্জেল হোসেন সোহাগ, ফিরোজ, আবু সাঈদ, কাওসার, ঝন্টু মেম্বার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ হিসাবে অধীভূক্ত করা হয়। পরে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবলকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের অধীন আত্মীকরণের সুপারিশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

এছাড়া ইউজিসি ও আন্তঃমন্ত্রনালয়ের বৈঠকেও আত্তীকরণের সুপারিশ করা হয়। তারপরও দীর্ঘদিন অতিবাহীত হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যে কারণে প্রতিষ্ঠানের অর্ধশত কর্মকর্তা-কমচারীদের ৯মাসের বেতন বন্ধ রয়েছে। এতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এছাড়া দীর্ঘ ৩টি শিক্ষাবর্ষে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করায় ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাত্র ২জন স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া খন্ডকালীন এবং অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে অনুষদটি এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।

এসময় বক্তারা ভেটেরিনারি কলেজে প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রজেক্টে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যবিপ্রবি’র ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি অনুষদে আত্মীকরণ করে বেতন ছাড়ের দাবি জানান।

মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে

বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

“কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, সুখে থাকবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ এবং ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষিরা।

নতুন পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় কৃষকরা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। তবে, ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করায় ন্যায্য

দাম না পেয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকরা। এ পরিস্থিতিতে মৌসুমের এই সময়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কৃষক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে কৃষকরা সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

মানববন্ধনে চাষিরা অভিযোগ করেন, “যখনই পেঁয়াজের ভরা মৌসুম শুরু হয়, তখনই সরকার পেঁয়াজ আমদানি করে। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।”

বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম বলে দাবি করেন চাষিরা। তারা জানান, ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা। এজন্য আগামী তিন মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানান উপজেলার কৃষকরা।

গত বছর পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় এবং দেশের চাহিদা মেটাতে কৃষকরা এ বছর বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। তবে কৃষকরা যখন পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই বিদেশ থেকে কম দামে এই কৃষিপণ্য আমদানি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে “সম্মিলিত নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ”এ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এতে

ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদর উপজেলা সভাপতি রিয়াজুল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে এমপিও ভুক্ত করার দাবী জানান। এ দাবী মানা না হলে আগামীতে অনশনসহ কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ার দেন তারা।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।